অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

ত্রয়োদশ ও চর্তুদশ খণ্ড : ১-২ থিষলনীকীয়

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

ত্রয়োদশ খণ্ড : ১ থিষলনীকীয়

ভূমিকা

পত্রখানির লেখক, লেখার তারিখ ও স্থান: পত্রের শুরুতেই পৌল নিজেকে এর লেখক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আনুমানিক ৫১ খ্রীষ্টাব্দে করিন্থ নগর থেকে পৌল পত্রটি লেখেন বলে ধারণা করা হয়।

পৌলের সময় থিষলনীকী নগর ও মণ্ডলী: থিষলনীকী ছিল থারমাইক উপসাগরের কোল ঘেঁষে অবস্থিত অত্যন্ত বিখ্যাত একটি সামুদ্রিক বন্দর এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। ম্যাসিডোনিয়ার সর্ববৃহৎ এই নগরীর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ। প্রেরিত ১৭:১-৯ আয়াতে থিষলনীকী মণ্ডলীর পটভূমি দেখা যায়। যেহেতু পৌল সেখানকার ইহুদী এবাদতখানায় প্রথমে তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করেছিলেন, সে কারণে এ কথা মনে করা যুক্তিসঙ্গত যে, সেখানকার প্রাথমিক মণ্ডলীতে কিছুসংখ্যক ইহুদী ছিল। তবে মণ্ডলীটি ছিল মূলত অ-ইহুদী অধ্যুষিত। থিষলনীকী ছিল রোমীয় সাম্রাজ্যের ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের রাজধানী। ঐ প্রদেশের মধ্যে ফিলিপী ও বিরয়া নগরও ছিল। দক্ষিণে আখায়া প্রদেশের মধ্যে ছিল করিন্থ ও এথেন্স নগর। ম্যাসিডোনিয়া ও আখায়া প্রদেশ মিলে (১:৭) যে আয়তন হয় তা আনুমানিক বর্তমান গ্রীসের সমান হবে। ফিলিপী শহর ছেড়ে যাবার পরে হযরত পৌল (প্রেরিত ১৭:১) থিষলনীকীতে একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে থাকার সময়ে ঈসায়ী ঈমানদারদের কাছ থেকে (ফিলিপীয় ৪:১৬) কমপক্ষে দু'বার আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, প্রেরিত্ ১৭:১-১০ আয়াতে যে তিন সপ্তাহ তাঁর সেখানে থাকার কথা বলা আছে তার থেকে বেশী সময় তিনি সেখানে ছিলেন।

যে কারণে পত্রখানি লেখা হয়েছিল: প্রেরিত কিতাব অনুসারে ইহুদীদের কাছ থেকে পৌলের কাজে বাধা আসতে থাকে। ইহুদীরা তাঁকে হিংসা করতে থাকে, কারণ যে অ-ইহুদীরা আগে ইহুদী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল (প্রেরিত ১৭:৫-৯), সেই অ-ইহুদীদের মধ্যে পৌল মসীহের কথা তবলিগ করে অনেক ফল লাভ করছিলেন। পরে পৌল থিষলনীকী ছেড়ে বিরয়ায় যেতে বাধ্য হন। পরে যখন তিনি করিন্থে পৌঁছান তখন সেখানে তাঁর সঙ্গী ও সহকর্মী তীমথির কাছ থেকে থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত প্রতিবেদন পান।

থিষলনীকীয়দের কাছে পৌলের প্রথম পত্রটি সম্ভবত পৌলের পত্রগুলোর মধ্যে প্রথম লেখা পত্র। ঐ মণ্ডলীর লোকদের ঈমানে উৎসাহ ও স্থির রাখবার জন্য চিঠিটি লেখা হয়েছিল। পৌল তাদের ঈমান ও মহব্বতের খবর শুনে শুকরিয়া জানান এবং তিনি সেখানে থাকতে যেভাবে জীবন-যাপন করতেন তা তাদের মনে করিয়ে দেন। তারপরে মসীহের ফিরে আসার বিষয়ে তাদের মধ্যে যেসব প্রশ্ন উঠেছিল সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন। মসীহের ফিরে আসার আগে কোন ঈমানদার মারা গেলে কি অনন্ত জীবন পেতে পারবে, যে অনন্ত জীবন মসীহ্ তখন নিয়ে আসবেন? মসীহ্ কখনই বা আসবেন? হযরত পৌল তাদের পরামর্শ দেন যে, তারা যেন মসীহের আগমনের অপেক্ষা করতে থাকে ও তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যায়। শেষে পৌল অনুরোধ করেন যেন তাঁর চিঠি সব ভাইদের কাছে পড়ে শুনানো হয় (৫ঃ২৭), যাদের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ নিরক্ষর ছিল। যেহেতু ঐ সময়ে ঈসায়ী ঈমানদারা মণ্ডলী হিসাবে নিজেদের ঘরে এবাদত করত, তাই ঐ চিঠি হয়তো অনেক মণ্ডলীতেই পাঠ করা হয়ে থাকবে।

এই পত্র লেখার পেছনে পৌলের উদ্দেশ্য ছিল নতুন ঈমানদারদেরকে এই পরীক্ষায় টিকে থাকতে উৎসাহিত করা, খোদায়ী জীবন-যাপনের উপর শিক্ষা দেয়া, নিজ নিজ দায়িত্বে অটল থাকার জন্য উজ্জীবিত করা, তারা যে নানা অত্যাচারের মাঝেও ধৈর্য ধারণ করেছিল সে কারণে তাদের প্রশংসা করা এবং ঈসা মসীহের পুনরাগমনের পূর্বে যে সমস্ত ঈমানদার মারা যাবেন তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া।

প্রধান আয়াত: "কেননা আমরা যখন বিশ্বাস করি যে, ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তখন এও বিশ্বাস করি যে, ঈসার মাধ্যমে যারা মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ্ সেই লোকদেরকেও সেভাবে তাঁর সঙ্গে আনয়ন করবে(৪:১৪)।

প্রধান প্রধান লোক: পৌল, তিমথি ও সীল।

প্রধান স্থানসমূহ: থিষলনীকী

রূপরেখা:

(ক) থিষলনীকীয়দের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা (অধ্যায় ১)
  ১. শুভেচ্ছা (১:১-৪)
  ২. থিষলনীকীয়দের ঈমান ও উদাহরণ (১:৫-১০)
(খ) পৌলের নিজের কাজের বিবরণ (অধ্যায় ২-৩)
  ১. থিষলনীকি শহরে হযরত পৌলের কাজ (২:১-১২)
  ২. থিষলনীকীয়দের স্থিরতায় পৌলের আনন্দ (২:১৩ -১৬)
  ৩. ঈমানদারদের দেখবার জন্য হযরত পৌলের

আগ্রহ (২:১৭-৩:৫)

৪. হযরত তীমথির কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিবেদন, ও মুনাজাত (৩:৬-১৩)

(গ) থিষলনীকীয়দের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা (৪:১-৫:২২)

১. আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা (৪:১-১২)

২. ঈসা মসীহের আবার ফিরে আসা (৪:১৩-৫:১১)

৩. শেষ কথা ও দোয়া-বাণী (৫:১২-২৮)

উৎসাহ প্রদানকারীদের করণীয়

সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দস জুড়ে অন্যদের প্রতি উৎসাহ দানের আদেশ খুঁজে পাওয়া যায়। ১ থিষ ৫:১১-২৩ আয়াতে পৌল অত্যন্ত সুস্পষ্ট কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন যার মাধ্যমে আমরা অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করতে পারি।

আয়াত	*নির্দেশনা*	*যেভাবে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে*
৫:১১	এক জন অন্যকে গেঁথে তোল	কারও গুণ বা ভাল বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রশংসা করুন।
৫:১২	মণ্ডলীর নেতৃবর্গকে সম্মান কর	সব সময় নেতৃবর্গকে সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখতে হবে।
৫:১৩	মহব্বতের সঙ্গে মণ্ডলীর নেতৃবর্গের কাজের জন্য তাঁদেরকে সম্মান কর	যারা ইতোমধ্যে সম্মানের আসনে রয়েছেন তাদের প্রতি সমালোচনা করা ত্যাগ করুন। নেতৃবর্গকে তাদের প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানান।
৫:১৩	নিজেদের মধ্যে শান্তিতে থাক	কারও সাথে যেন বিরোধ না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখুন।
৫:১৪	যারা অলস তাদের সাবধান কর	প্রত্যেককে আপনাদের সাথে কোন কাজে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।
৫:১৪	যাদের সাহস নেই তাদেরকে উৎসাহ দাও	যাদের সাহস নেই তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সাহস দিন।
৫:১৪	দুর্বলদের সাহায্য কর	যারা দুর্বল তাদেরকে ভালবাসা দিয়ে ও মুনাজাত করে সাহায্য করুন।
৫:১৪	সকলের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু হও	এমন একটি পরিস্থিতির কথা ভাবুন যখন আপনার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সত্যিই দুষ্কর; কত দ্রুত আপনি নিজেকে শান্ত করে তুলতে পারেন তা দেখুন ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন।
৫:১৫	অপকারের প্রতিদানে কেউ কারো অপকার করো না	যারা আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করবে তাদের উপর পাল্টা প্রতিশোধ নেওয়া কথা না ভেবে তাদের প্রতি ভাল কোন কাজ করুন।
৫:১৬	সতত আনন্দ কর	স্মরণ করুন যে, জীবনের সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যেও আল্লাহ্ আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন।
৫:১৭	অবিরত মুনাজাত কর	আল্লাহ্ সব সময় আপনার সাথে আছেন, তাঁর সাথে কথা বলুন।
৫:১৮	সমস্ত বিষয়ে শুকরিয়া জানাও	আল্লাহ্ আপনাকে যে সকল দান দিয়েছেন সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন এবং প্রত্যেকটির জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানান।
৫:১৯	রূহ্‌কে নিভিয়ে ফেলবে না	পাক-রূহ্ যখন আপনাকে কোন কাজে অনুপ্রেরণা যোগাবেন তখনই তাতে সাড়া দিন।
৫:২০	নবীদের বাণী তুচ্ছ করো না	যারা আল্লাহ্ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে কথা বলেন তাদের কথা মন দিয়ে শুনুন।
৫:২২	সব রকম মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাক	যে পরিস্থিতিতে গেলে আপনি প্রলোভনের সম্মুখীন হবেন, তা এড়িয়ে চলুন।
৫:২৩	আল্লাহ্‌র উপর সর্বতোভাবে আস্থা রাখ	মনে রাখবেন, ঈসায়ী জীবন কখনো নিজ শক্তিতে যাপন করা যায় না, বরং আল্লাহ্‌র শক্তিতে আমরা এই জীবন যাপন করি।

শুভেচ্ছা

১ [১] পৌল, সীল ও তীমথি– পিতা আল্লাহ্‌তে ও প্রভু ঈসা মসীহে স্থিত থিষলনীকীয়দের মণ্ডলীর সমীপে। রহমত ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক।

থিষলনীকীয়দের ঈমান ও উদাহরণ

[২] আমরা মুনাজাতের সময়ে তোমাদের নাম উল্লেখ করে তোমাদের সকলের জন্য সতত আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করে থাকি; [৩] আমরা তোমাদের ঈমানের কাজ, মহব্বতের পরিশ্রম ও আমাদের প্রভু ঈসা মসীহ্‌ বিষয়ক প্রত্যাশার ধৈর্য আমাদের আল্লাহ্‌ ও পিতার সাক্ষাতে অবিরত স্মরণ করে থাকি; [৪] কারণ হে ভাইয়েরা, আল্লাহ্‌র মহব্বতের পাত্ররা, আমরা জানি তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন, [৫] কেননা আমাদের ইঞ্জিল তোমাদের কাছে কেবল কথায় নয়, কিন্তু শক্তিতে ও পাক-রূহে ও পূর্ণ নিশ্চয়তায় উপস্থিত হয়েছিল; তোমরা তো জান, আমরা তোমাদের কাছে তোমাদের জন্য কি রকম লোক হয়েছিলাম। [৬] আর তোমরা অনেক নির্যাতনের মধ্যেও পাক-রূহের আনন্দে সেই কালাম গ্রহণ করে আমাদের এবং প্রভুরও অনুকারী হয়েছ; [৭] এভাবে ম্যাসিডোনিয়া ও আখায়াস্থ সমস্ত ঈমানদারদের আদর্শ হয়েছ; [৮] কেননা তোমাদের কাছ থেকে প্রভুর কালাম ধ্বনিত হয়েছে, কেবল ম্যাসিডোনিয়াতে ও আখায়াতে নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র উপরে তোমাদের যে ঈমান, তার সংবাদ সমস্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে; এই ব্যাপারে আমাদের কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। [৯] কারণ তারা নিজেরা আমাদের বিষয়ে এই কথা বলে থাকে যে, তোমাদের কাছে আমরা কিভাবে উপস্থিত হয়েছিলাম, আর তোমরা কিভাবে মূর্তিগুলোর কাছ থেকে ফিরে আল্লাহ্‌র কাছে এসেছ, যেন জীবন্ত সত্য আল্লাহ্‌র সেবা করতে পার, [১০] এবং বেহেশত থেকে তাঁর সেই পুত্রের অর্থাৎ ঈসার অপেক্ষা করতে পার, যাঁকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন এবং যিনি আগামীতে যে গজব নেমে আসছে তা থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন।

[১:১] রোমীয় ১:৭। [১:২] ইফি ৫:২০। [১:৩] ফিলি ৪:২০; গালা ৫:৬; ইয়াকুব ২:১৪-২৬। [১:৪] কল ৩:১২। [১:৫] ২করি ২:১২; ২থিষ ২:১৪। [১:৬] ২করি ৬:১০। [১:৭] ১তীম ৪:১২; প্রেরিত ১৬:৯; ১৮:১২। [১:৮] রোমীয় ১:৮। [১:৯] প্রেরিত ১৪:১৫; ১করি ১২:২; গালা ৪:৮; মথি ১৬:১৬। [১:১০] প্রেরিত ২:২৪; রোমীয় ১:১৮। [২:১] ২থিষ ১:১০। [২:২] প্রেরিত ১৪:১৯; ১৬:১২, ২২; ১৭:১-৯; ফিলি ১:৩০। [২:৩] ২করি ২:১৭; ৪:২। [২:৪] গালা ২; ৭; ১তীম ১:১১; রোমীয় ২:২৯; প্রকা ২:২৩। [২:৫] প্রেরিত ২০:৩৩; রোমীয় ১:৯। [২:৬] ইউ ৫:৪১,৪৪; ১করি ৯:১,২; ২করি ১১:৭-১১। [২:৮] রোমীয় ১:১; ২করি ১২:১৫; ১ইউ ৩:১৬। [২:৯] প্রেরিত ১৮:৩; ২করি ১১:৯; ২থিষ ৩:৮। [২:১০] ১থিষ ১:৫; রোমীয় ১:৯; ২করি ১:১২। [২:১১] ১করি ৪:১৪;

থিষলনীকি শহরে হযরত পৌলের কাজ

২ [১] ভাইয়েরা, তোমরা নিজেরাই জান, তোমাদের কাছে আমাদের উপস্থিত হওয়াটা নিষ্ফল হয় নি। [২] বরং তোমরা জান, এর আগে ফিলিপীতে দুঃখভোগ ও অপমান ভোগ করার পরেও আমরা আমাদের আল্লাহ্‌তে সাহসী হয়ে অতিশয় প্রাণপণে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র ইঞ্জিলের কথা বলেছিলাম। [৩] কেননা আমাদের উপদেশ ভ্রান্তি থেকে বা নাপাক উদ্দেশ্য থেকে বা ছলনা থেকে আসে নি। [৪] কিন্তু আল্লাহ্‌ যেমন আমাদেরকে পরীক্ষাসিদ্ধ করে আমাদের উপরে ইঞ্জিলের ভার দিয়েছেন, সেই হিসাবেই আমরা কথা বলছি; মানুষকে সন্তুষ্ট করবো বলে নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌, যিনি আমাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করেন তাঁকে সন্তুষ্ট করবো বলেই বলছি। [৫] তোমরা তো জান, আমরা কখনও তোষামোদ করে কথা বলি নি কিংবা লোভের বশে ছলনায় লিপ্ত হই নি– স্বয়ং আল্লাহ্‌ এর সাক্ষী; [৬] আর মানুষের কাছ থেকে সম্মান পেতে চেষ্টা করি নি, তোমাদের কাছ থেকেও নয়, অন্যদের থেকেও নয়, [৭] যদিও আমরা মসীহের প্রেরিত বলে ভারস্বরূপ হলেও হতে পারতাম। কিন্তু যেমন মা তার নিজের সন্তানদের লালন-পালন করে তেমনি তোমাদের মধ্যে স্নেহ-মমতা দেখিয়েছিলাম। [৮] আমরা তোমাদেরকে গভীরভাবে স্নেহ-মমতা করাতে কেবল আল্লাহ্‌র ইঞ্জিল নয়, কিন্তু নিজ নিজ প্রাণও দিতে রাজী ছিলাম, যেহেতু তোমরা আমাদের প্রিয়পাত্র হয়েছিলে। [৯] হে ভাইয়েরা, আমাদের পরিশ্রম ও কষ্ট তোমাদের স্মরণে আছে; তোমাদের কারো ভারস্বরূপ যেন না হই, সেজন্য আমরা দিনরাত কাজ করতে করতে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র ইঞ্জিল তবলিগ করেছিলাম। [১০] আর তোমরা যারা ঈমানদার, তোমাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার কেমন খাঁটি, ধর্মসম্মত ও নির্দোষ ছিল, তার সাক্ষী তোমরাও আছ আর আল্লাহ্‌ও আছেন। [১১] তোমরা তো জান, পিতা যেমন

১:৪ তোমাদের মনোনীত করেছেন। যারা মসীহের অনুগামী, পাক-রূহের অনুপ্রেরণায় চলেন এবং অন্যদের জন্য পবিত্রতা ও ধার্মিকতার আদর্শরূপে জীবন ধারণ করেন, তারাই আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তি।

১:৫ শক্তিতে ও পাক-রূহে। ঈসা মসীহের সুসমাচার প্রেরিতরা তবলিগ করেছেন সেই শক্তিতে, যা তাঁদেরকে রূহানিক বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিল। পাক-রূহের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাঁরা মানুষের কাছে এর পূর্ণ নিশ্চয়তা উপস্থাপন করেছিলেন।

১:৮ সমস্ত স্থান। যে সমস্ত স্থানের কথা তাঁরা জানতেন বা তাঁরা গিয়েছিলেন।

১:১০ যে গজব নেমে আসছে। অনেকের মতে এই গজব হচ্ছে শেষ বিচার, আবার অনেকের মতে এটি ঈমানদারদের আসন্ন মহা দুঃখ-কষ্টের যুগ।

২:২ ফিলিপীতে দুঃখভোগ। ফিলিপী নগরীর অ-ঈমানদাররা পৌলের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেছিলেন, যাতে তিনি গভীরভাবে দুঃখার্ত হয়েছিলেন।

২:৪ মানুষকে সন্তুষ্ট করবো বলে নয়। অন্যদের কাছে প্রশংসিত হওয়া, মানুষের কাছে জনপ্রিয় হওয়া, সমর্থন পাওয়ার জন্য মানুষকে সন্তুষ্ট রেখে কাজ করা প্রত্যেক তবলিগকারীর জন্যই বিরাট প্রলোভন হিসেবে দেখা দেয়।

২:৯ পরিশ্রম ও কষ্ট। গ্রীকরা দৈহিক পরিশ্রমকে খারাপ চোখে দেখতো এবং কেবলমাত্র গোলামদের কাজ বলে মনে করতো। কিন্তু পৌল এমন কোন কাজ করতে লজ্জিত ছিলেন না, যা সুসমাচারের প্রসার আরও বৃদ্ধি করবে। তিনি অযথা অন্যের

আপন সন্তানদের প্রতি করেন, তেমনি আমরা
তোমাদের প্রত্যেক জনকে উৎসাহ দিতাম,
১২ সান্ত্বনা দিতাম ও দৃঢ়ভাবে হুকুম দিতাম, যেন
তোমরা আল্লাহ্‌র যোগ্যরূপে চল, যিনি তাঁর
নিজের রাজ্যে ও প্রতাপে তোমাদেরকে আহ্বান
করছেন।

থিষলনীকীয়দের স্থিরতায় পৌলের আনন্দ

১৩ আর এজন্য আমরাও অবিরত আল্লাহ্‌র
শুকরিয়া করছি যে, যখন তোমরা আমাদের কাছ
থেকে শুনে আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণ করেছ তখন
তোমরা তা মানুষের কালাম বলে নয়, কিন্তু
আল্লাহ্‌র কালাম বলেই গ্রহণ করেছিলে। আর
সত্যিই তা আল্লাহ্‌র কালাম এবং তোমরা যারা
ঈমানদার, তোমাদের মধ্যে সেই কালামই কাজ
করছে। ১৪ কারণ, হে ভাইয়েরা, এহুদিয়ায় মসীহ্‌
ঈসাতে আল্লাহ্‌র যেসব মণ্ডলী আছে, তোমরা
তাদের অনুকারী হয়েছ; কেননা ওরা ইহুদীদের
কাছ থেকে যে রকম দুঃখ পেয়েছে, তোমরাও
তোমাদের স্বজাতির লোকদের কাছ থেকে সেই
রকম দুঃখ পেয়েছ; ১৫ ইহুদীরা প্রভু ঈসাকে এবং
নবীদেরকে হত্যা করেছিল, আবার আমাদেরকেও
নির্যাতন করেছিল; তারা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করে
এবং তারা সকল মানুষেরও বিরুদ্ধে থাকে;
১৬ তারা আমাদেরকে অ-ইহুদীদের নাজাতের
জন্য তাদের কাছে কথা বলতে বারণ করছে;
এভাবে সতত নিজেদের গুনাহ্‌র পরিমাণ পূর্ণ
করছে; কিন্তু পরিশেষে আল্লাহ্‌র গজব
সম্পূর্ণভাবে তাদের উপর উপস্থিত হল।

ঈমানদারদের দেখবার জন্য হযরত পৌলের আগ্রহ

১৭ হে ভাইয়েরা, আমরা হৃদয়ের দিক থেকে না
হলেও শারীরিকভাবে তোমাদের কাছ থেকে
অল্পকালের জন্য পৃথক হলে পর, অতিশয়
আকাঙ্ক্ষা সহকারে তোমাদের মুখ দেখবার জন্য
আরও বেশি যত্ন করেছিলাম। ১৮ কারণ আমরা,
বিশেষত আমি পৌল বারবার তোমাদের কাছে
যেতে বাসনা করেছিলাম, কিন্তু শয়তান আমাদের
বাধা দিল। ১৯ কেননা আমাদের প্রত্যাশা, বা
আনন্দ, বা গর্বের মুকুট কি? আমাদের প্রভু ঈসার
সাক্ষাতে তাঁর আগমনকালে তোমরাই কি নও?
২০ সত্যি, তোমরাই আমাদের গৌরব ও

গালা ৪:১৯; ১তীম ১:২; ফিলী ১০; ১ইউ ২:১।
[২:১২] ইফি ৪:১; রোমীয় ৮:২৮।
[২:১৩] রোমীয় ১:৮; ইব ৪:১২।
[২:১৪] গালা ১:২২; প্রেরিত ১৭:৫।
[২:১৫] লূক ২৪:২০; প্রেরিত ২:২৩; মথি ৫:১২।
[২:১৬] প্রেরিত ১৩:৪৫,৫০; ১৭:৫; ২০:৩; ২১:২৭; ২৪:৯; মথি ২৩:৩২।
[২:১৭] ১করি ৫:৩; কল ২:৫।
[২:১৮] মথি ৪:১০; রোমীয় ১:১৩; ১৫:২২।
[২:১৯] ইশা ৬২:৩; ফিলি ৪:১; মথি ১৬:২৭; লূক ১৭:৩০; ১পিতর ১:৭; ১ইউ ২:২৮; প্রকা ১:৭।
[২:২০] ২করি ১:১৪।
[৩:১] প্রেরিত ১৭:১৫।
[৩:২] প্রেরিত ১৬:১; ১করি ৩:৯; ২করি ২:১২।
[৩:৩] মার্ক ৪:১৭; ইউ ১৬:৩৩; রোমীয় ৫:৩; ২করি ১:৪।
[৩:৪] ১থিষ ২:১৪।
[৩:৫] মথি ৪:৩; গালা ২:২; ফিলি ২:১৬।
[৩:৬] প্রেরিত ১৬:১; ১৮:৫।
[৩:৮] ১করি ১৬:১৩।
[৩:১০] ২তীম ১:৩; ১থিষ ২:১৭।

আনন্দভূমি!

৩ ১ এজন্য আমরা আর ধৈর্য ধরতে না
পারাতে এথেন্সে একাকী থাকা স্থির
করেছিলাম, ২ এবং আমাদের ভাই ও মসীহের
ইঞ্জিল তবলিগের কাজে আল্লাহ্‌র সহকর্মী
তীমথিকে পাঠিয়েছিলাম যেন তিনি তোমাদেরকে
সুস্থির করেন এবং তোমাদের ঈমানের বিষয়ে
উৎসাহ দেন, ৩ যেন এসব দুঃখ-কষ্টে কেউ
বিচলিত না হয়। অবশ্য তোমরা নিজেরাই জান
যে, এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট আমাদের জন্য
নিরূপিত। ৪ আর বাস্তবিক আমাদের প্রতি যে
দুঃখ-কষ্ট ঘটবে সেই কথা আমরা যখন
তোমাদের কাছে ছিলাম তখন আগেই
তোমাদেরকে বলেছিলাম, আর তা-ই ঘটেছে
এবং তোমরা তা জান। ৫ এজন্য আমিও আর
ধৈর্য ধরতে না পারাতে তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে
কিছু জানবার জন্য ওঁকে পাঠিয়েছিলাম। আমি
ভেবেছিলাম, হয়তো শয়তান কোন না
কোনভাবে তোমাদের প্রলোভন দেখিয়েছে আর
আমাদের পরিশ্রম বৃথা হয়ে গেছে।

হযরত তীমথির কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিবেদন

৬ কিন্তু এখন তীমথি তোমাদের কাছ থেকে
আমাদের কাছে এসে তোমাদের ঈমান ও
মহব্বতের শুভ সংবাদ আমাদেরকে দিয়েছেন।
তিনি বলেছেন, তোমরা সব সময় মহব্বতের
মনোভাব নিয়ে আমাদেরকে স্মরণ করছো, যেমন
আমরাও তোমাদেরকে দেখতে চাইছি, তেমনি
তোমরাও আমাদেরকে দেখতে আকাঙ্ক্ষা করছো।
৭ এজন্য, হে ভাইয়েরা, তোমাদের বিষয়ে
আমরা সমস্ত সঙ্কটের ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও
তোমাদের ঈমানের কথা শুনে উৎসাহ পেলাম;
৮ কেননা তোমরা প্রভুতে স্থির থাকলেই আমরা
বেঁচে যাই। ৯ বাস্তবিক তোমাদের কারণে আমরা
আমাদের আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে যেসব আনন্দে
আনন্দ করি, তার প্রতিদানে তোমাদের জন্য
আল্লাহ্‌কে কিভাবে শুকরিয়া জানাতে পারি?
১০ আমরা যেন তোমাদের মুখ দেখতে পাই এবং
তোমাদের ঈমানের মধ্যে যে সকল অভাব আছে
তা পূর্ণ করতে পারি, সেজন্য দিনরাত খুব বেশি
বেশি মুনাজাত করছি।

উপর নির্ভরশীল থাকতে চান নি।

২:১২ আল্লাহ্‌র যোগ্য রূপে চল। ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্‌র সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হবে, কারণ বেহেশতী-রাজ্যে আল্লাহ্‌র সন্তান হিসেবে স্থান লাভ করতে হলে অবশ্যই তাঁর কাছে ধার্মিক ও পবিত্র বলে গণ্য হওয়া আবশ্যক।

২:১৪ স্বজাতির ... দুঃখ পেয়েছ। থিষলনীকীয় মণ্ডলী স্থাপনের পর থেকেই সেখানকার ঈমানদারদের উপরে ইহুদীরা অত্যাচার শুরু করে, কিন্তু তাকে আরও প্রকট আকার দেয় অ-ইহুদীদের অবিরত নিপীড়ন।

২:১৬ আল্লাহ্‌র গজব ... উপস্থিত হল। পৌল এখানে সেই সমস্ত ইহুদীদের পরিণতি সম্পর্কে জানাচ্ছেন, যারা সুসমাচারের বিরোধিতা করতো। এরা সেই সকল কঠিন অন্তরের ভ্রষ্টাচারী ইহুদী, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তাদের কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই ধ্বংস করে দেবেন।

৩:৩ যেন ... বিচলিত না হয়। ঈসায়ীদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, তাড়না, নির্যাতন ইত্যাদি কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। প্রকৃত ঈমানদাররা, যারা দুনিয়ার নিয়মে না চলে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলতে চান, তাদেরকে অবশ্যই এই সকল অত্যাচার সহ্য

[11] আর আমাদের আল্লাহ্‌ ও পিতা নিজে এবং
আমাদের প্রভু ঈসা তোমাদের কাছে আমাদের
পথ সুগম করুন। [12] আর যেমন আমরাও
তোমাদের প্রতি উপ্‌চে পড়ি, তেমনি প্রভু
তোমাদেরকে পরস্পরের ও সকলের প্রতি
মহব্বতে বৃদ্ধি করুন ও উপ্‌চে পড়তে দিন;
[13] এভাবে নিজের সমস্ত পবিত্রগণ সহ আমাদের
প্রভু ঈসার আগমনকালে যেন তিনি আমাদের
আল্লাহ্‌ ও পিতার সাক্ষাতে তোমাদের অন্তর
পবিত্রতায় অনিন্দনীয়রূপে সুস্থির করে তোলেন।

আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা

৪ [1] অবশেষে হে ভাইয়েরা, কিভাবে চলে
আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে হয় এই বিষয়ে
তোমরা আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছ,
আর তোমরা তো সেভাবেই চলছো। তবুও
আমরা প্রভু ঈসাতে তোমাদেরকে বিনয় করছি,
উৎসাহ দিয়ে বলছি, তোমরা আরও বেশি করে
সেইভাবে চল। [2] কেননা প্রভু ঈসার মধ্য দিয়ে
আমরা তোমাদেরকে কি কি হুকুম দিয়েছি তা
তো তোমরা জান। [3] কেননা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এই,
তোমরা পবিত্র হও, অর্থাৎ তোমরা জেনা থেকে
দূরে থাক, [4] তোমরা প্রত্যেকে জান কেমন করে
পবিত্রতায় ও সমাদরে নিজ নিজ দেহ দমনে
রাখতে হয়, [5] কিন্তু যারা আল্লাহ্‌কে জানে না,
সেই অ-ইহুদীদের মত কামাভিলাষে নয়; [6] যেন
কেউ অন্যায় করে এই ব্যাপারে কোন ভাইকে না
ঠকায়; কেননা প্রভু এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিফল
দিয়ে থাকেন; এই কথা তো আমরা আগে
তোমাদেরকে বলেছি ও সাবধান করে দিয়েছি।
[7] কারণ আল্লাহ্‌ আমাদেরকে নাপাকীতার জন্য
নয়, কিন্তু পবিত্রতায় আহ্বান করেছেন।
[8] এজন্য যে ব্যক্তি এই সমস্ত কথা অগ্রাহ্য করে,
সে মানুষকে অগ্রাহ্য করে তা নয়, বরং
আল্লাহ্‌কেই অগ্রাহ্য করে, যিনি নিজের পাক-রূহ্‌
তোমাদেরকে দান করেন।
[9] আর ভাইদের মহব্বত সম্বন্ধে তোমাদেরকে
কিছু লেখার প্রয়োজন নেই, কারণ তোমরা
নিজেরা পরস্পর মহব্বত করার জন্য আল্লাহ্‌র
কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছ; [10] আর বাস্তবিক
সমস্ত ম্যাসিডোনিয়া-নিবাসী সমস্ত ভাইদের প্রতি
তোমরা তা করছো। কিন্তু তোমাদেরকে বিনয়
করে বলছি, প্রিয় ভাইয়েরা, মহব্বতে তোমরা
আরও বেশি উপ্‌চে পড়, [11] আর শান্তভাবে
থাকতে ও নিজ নিজ কাজ করতে এবং নিজের
হাতে পরিশ্রম করতে যত্নবান হও– যেমন
আমরা তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছি– [12] যেন
বাইরের লোকদের প্রতি তোমাদের ব্যবহার
উপযুক্ত হয় এবং তোমরা পর-নির্ভরশীল না
হও।

ঈসা মসীহের আবার ফিরে আসা

[13] কিন্তু, হে ভাইয়েরা, আমরা চাই না যে,
যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের বিষয়ে তোমাদের
অজানা থাকে; যেন যাদের কোন প্রত্যাশা নেই
সেই সমস্ত লোকের মত তোমরা দুঃখে ভেঙ্গে না
পড়। [14] কেননা আমরা যখন বিশ্বাস করি যে,
ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যু থেকে
পুনরুত্থিত হয়েছেন, তখন এও বিশ্বাস করি যে,
ঈসার মাধ্যমে যারা মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ্‌

[৩:১১] ফিলি ৪:২০।
[৩:১২] ফিলি ১:৯।
[৩:১৩] জবুর ১৫:২; ১করি ১:৮; ফিলি ২:১৫; ৪:২০; ২পিতর ৩:১৪; মথি ২৫:৩১।
[৪:৩] ইফি ৫:১৭; ১করি ৬:১৮।
[৪:৪] ১করি ৭:২,৯।
[৪:৫] রোমীয় ১:২৬; ইফি ৪:১৭; গালা ৪:৮।
[৪:৬] লেবীয় ২৫:১৭; দ্বি:বি: ৩২:৩৫; জবুর ৯৪:১।
[৪:৭] লেবীয় ১১:৪৪; ১পিতর ১:১৫।
[৪:৮] ইহি ৩৬:২৭; রোমীয় ৫:৫; গালা ৪:৬; ১ইউ ৩:২৪।
[৪:৯] ইউ ৬:৪৫; ১৩:৩৪।
[৪:১০] প্রেরিত ৬:৯; ১থিষ ৩:১২।
[৪:১১] ইফি ৪:২৮; ২থিষ ৩:১০-১২ ।
[৪:১২] মার্ক ৪:১১ ।
[৪:১৩] মথি ৯:২৪; ইফি ২:১২।
[৪:১৪] রোমীয় ১৪:৯; ১করি ১৫:৩,৪; ১৫:১৮; ২করি ৫:১৫।

করে জীবন কাটাতে হবে।

৩:১৩ পবিত্রগণ। ধার্মিক ও আল্লাহ্‌ভক্ত ঈসায়ীগণ, যারা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু ঈসা মসীহের সাথে প্রত্যাবর্তন করবেন। কিংবা এর মধ্য দিয়ে ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে। আবার উভয়কেই বোঝানো হতে পারে।

পবিত্রতায়। মূলত আল্লাহ্‌র জন্য পৃথকীকৃত করে রাখা এবং অন্তরের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা বজায় রাখার কথা বোঝানো হয়েছে।

সুস্থির করে তোলেন। মসীহের আগমনের সময় যদি ঈমানদাররা গুনাহ্‌র মধ্যে থাকেন কিংবা তাদের মধ্যে রূহানিক শীতলতা দেখা দেয়, তাহলে তা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হবে। এই কারণে কিতাবুল মোকাদ্দসের মানদণ্ড অনুসারে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে মসীহের পুনরাগমনের সময় পর্যন্ত নিজেদেরকে শুধুমাত্র তাঁর অধীনে সমর্পণ করা এবং তাঁকে দুঃখ দেয় এমন সব কিছু থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে রাখা।

৪:৩ জেনা থেকে দূরে থাক। প্রাথমিক ঈসায়ী যুগে মধ্য প্রাচ্য ও এশিয়ার জনগোষ্ঠীর নৈতিক মান ছিল অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। বিশেষ করে গ্রীক ও রোমীয় তথা পৌত্তলিক অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক সে সময় খুব স্বাভাবিক একটি বিষয় হিসেবে পরিগণিত হত। এ কারণে পৌত্তলিকতা থেকে আগত ঈসায়ীদের জন্য এই অবিরত সতর্কবাণী কোনভাবেই বাহুল্য ছিল না।

৪:৬ ভাইকে না ঠকায়। যারা জেনা করে, তারা নিজেদের যেমন ক্ষতি করে, তেমনি অন্যদের ক্ষতি করে। বিশেষ করে বিবাহ-পূর্ব যৌন সম্পর্কে লিপ্ত নারী ও পুরুষ তাদের কৌমার্য্য ও পবিত্রতা লুণ্ঠিত করে যথাক্রমে তাদের ভবিষ্যৎ স্বামী ও স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করে।

৪:৮ আল্লাহ্‌কেই অগ্রাহ্য করে। পবিত্রতা ও কৌমার্য্য সম্পর্কে প্রেরিতদের নির্দেশ যারা অমান্য করে, তারা স্বয়ং আল্লাহ্‌কেই অমান্য ও অগ্রাহ্য করে।

৪:৯ ভাইদের মহব্বত। ভ্রাতৃপ্রেম, ঈসায়ী ঈমানদারদের সার্বজনীন ঈসায়ী মহব্বত।

৪:১১ নিজের হাতে পরিশ্রম করতে যত্নবান হও। সম্ভবত থিষলনীকীয়রা অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল থাকায় নিজেরা নিজেদের কাজ না করে গোলামদের দিয়ে করাতো। এতে করে তাদের হাতে অলস সময় থাকতো এবং তারা পরনিন্দা ও পরচর্চায় লিপ্ত হত। এছাড়া গ্রীকরা সাধারণত দৈহিক পরিশ্রমকে অবমূল্যায়ন করত এবং তা কেবল গোলামদের জন্য উপযুক্ত বলে ভাবতো। এ কারণে পৌল তাদেরকে কায়িক পরিশ্রম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৪:১৩ যাদের মৃত্যু হয়েছে। থিষলনীকীয়রা স্পষ্ট করে জানতো না যে, যে সমস্ত ঈমানদাররা পূর্বেই মারা গেছেন তারা কখন

সেই লোকদেরকেও সেভাবে তাঁর সঙ্গে আনয়ন করবেন। ১৫ কেননা আমরা প্রভুর কালাম দ্বারা তোমাদেরকে এই কথা ঘোষণা করছি যে, আমরা যারা জীবিত আছি, যারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকব, আমরা কোনক্রমে সেই মৃত লোকদের আগে যাব না। ১৬ কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান ফেরেশতার স্বর সহ এবং আল্লাহ্‌র তূরীবাদ্য সহ বেহেশত থেকে নেমে আসবেন, আর যারা মসীহে মত্যুবরণ করেছে, তারা প্রথমে জীবিত হয়ে উঠবে। ১৭ পরে আমরা যারা জীবিত আছি, যারা অবশিষ্ট থাকব, আসমানে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে একত্রে আমাদেরও মেঘযোগে তুলে নেওয়া হবে। আর আমরা এভাবে সব সময় প্রভুর সঙ্গে থাকব। ১৮ অতএব তোমরা এসব কথা বলে এক জন অন্য জনকে উৎসাহ দাও।

৫ ১ হে ভাইয়েরা, বিশেষ বিশেষ কালের ও সময়ের বিষয়ে তোমাদেরকে কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। ২ কারণ তোমরা নিজেরা ভাল করেই জান, রাতের বেলায় যেমন চোর আসে তেমনি প্রভুর দিন আসছে। ৩ লোকে যখন বলে, “শান্তি ও নিরাপত্তা”, তখনই তাদের কাছে আকস্মিক বিনাশ উপস্থিত হয়, যেমন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়ে থাকে, আর তারা কোনক্রমে তা এড়াতে পারবে না। ৪ কিন্তু ভাইয়েরা, তোমরা অন্ধকারে নও যে, সেই দিন চোরের মত করে তোমাদের উপরে এসে পড়বে। ৫ তোমরা তো সকলে আলোর সন্তান ও দিনের সন্তান; আমরা রাতের লোকও নই, অন্ধকারের লোকও নই। ৬ অতএব এসো, আমরা অন্য সকলের মত ঘুমিয়ে না পড়ি, বরং জেগে থাকি ও মিতাচারী হই। ৭ কারণ যারা ঘুমায় তারা রাতেই ঘুমায় এবং যারা মদ্যপায়ী তারা রাতেই মাতাল হয়। ৮ কিন্তু আমরা দিনের বলে এসো, মিতাচারী হই, ঈমান ও মহব্বতরূপ বুকপাটা পরি এবং নাজাতের আশারূপ শিরস্ত্রাণ মাথায় দিই; ৯ কেননা আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তাঁর গজবের জন্য নিযুক্ত করেন নি, কিন্তু আমাদের প্রভু ঈসা মসীহ্‌ দ্বারা নাজাত লাভের জন্য নিযুক্ত করেছেন। ১০ তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, যেন আমরা জেগে থাকি বা ঘুমিয়ে থাকি, তাঁর সঙ্গেই জীবিত থাকি। ১১ অতএব তোমরা যেমন করেও থাক, তেমনি তোমরা পরস্পরকে উৎসাহ দাও এবং এক জন অন্যকে গেঁথে তোল।

শেষ কথা ও দোয়া

১২ কিন্তু, হে ভাইয়েরা, আমরা তোমাদেরকে নিবেদন করছি, যাঁরা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন ও প্রভুতে তোমাদের উপরে নিযুক্ত আছেন এবং তোমাদেরকে চেতনা দেন,

[৪:১৫] ১করি ১:৭; ১৫:৫২।
[৪:১৬] মথি ১৬:২৭; ২৪:৩১; এহুদা ৯; প্রকা ১৪:১৩।
[৪:১৭] ১করি ১৫:৫২; প্রকা ১:৭; ১১:১২; ইউ ১২:২৬।
[৫:১] প্রেরিত ১:৭।
[৫:২] ১করি ১:৮; লূক ১২:৩৯।
[৫:৩] ইয়ার ৪:১০; ৬:১৪; ইহি ১৩:১০; আইয়ুব ১৫:২১; জবুর ৩৫:৮; ৫৫:১৫; ইশা ২৯:৫; ৪৭:৯,১১।
[৫:৪] প্রেরিত ২৬:১৮; ১ইউ ২:৮।
[৫:৫] লূক ১৬:৮।
[৫:৬] রোমীয় ১৩:১১; মথি ২৫:১৩।
[৫:৭] ২পিতর ২:১৩।
[৫:৮] ইশা ৫৯:১৭; ইফি ৬:১৭ ।
[৫:৯] ২থিষ ২:১৩,১৪।
[৫:১০] ২করি ৫:১৫; রোমীয় ১৪:৯ ।
[৫:১১] ইফি ৪:২৯।
[৫:১২] ১তীম ৫:১৭; ইব ১৩:১৭।

পুনরুত্থিত হবেন বা তারা নিজেরাও মৃত্যুর পরে কখন পুনরুত্থিত হবে। পৌল তাদেরকে বলেন যে, সকল ধার্মিক ঈমানদার মৃত্যুর পর একই সময়ে পুনরুত্থিত হবেন, যখন ঈসা মসীহ্‌ তাঁর বিশ্বস্ত লোকদেরকে নিতে পুনরাগমন করবেন।

৪:১৫ আগে যাব না। থিষলনীকীয়রা এ কথা ভাবতো যে, যারা এখন মারা যাচ্ছেন বা ইতোমধ্যে মারা গেছেন, তারা প্রভু ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমনের সময় তাঁর মহিমা ও গৌরবের অংশীদার হতে পারবেন না, কারণ তারা তখন জীবিত থাকবেন না। কিন্তু পৌল তাদের এই ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন।

৪:১৮ এক জন অন্য জনকে উৎসাহ দাও। ঈমানদারদের উচিত পার্থিব দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার নিপীড়নের সময় একে অপরকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং প্রভু ঈসা মসীহের পুনরাগমনের সময় তারা যে গৌরব ও মহিমায় উদ্ভাসিত হবে সে কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

৫:১ বিশেষ কাল ও সময়। শেষ যুগ, যখন পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিনগুলো চলতে থাকবে। এই সময়কে বলা হয়েছে ‘প্রভুর দিন’। এ সময় যারা মসীহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের উপর চূড়ান্ত ও চরম শাস্তি নেমে আসবে; কিন্তু বিশ্বস্ত ঈমানদাররা পুরস্কার পাবে।

৫:২ রাতের বেলায় যেমন চোর আসে। চোর কখন আসবে তা যেমন কেউ আগে থেকে জানতে পারে না, ঠিক সেভাবেই প্রভুর এই দিন কখন আসবে তা নির্ধারণ করা প্রভু ব্যতীত আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রভুর দিন আসছে। একটি সুদীর্ঘ সময়কাল, যখন আল্লাহ্‌ তাঁর শত্রুদের পরাজিত ও ধ্বংস করবেন। এই ‘দিনটি’ শুরু হবে দুনিয়ার উপরে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার ও মহা সঙ্কটকাল শুরু ও বর্তমান যুগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এ সময় আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত লোকদেরকে রক্ষা করার জন্য ঈসা মসীহের পুনরাগমন ঘটবে এবং তিনি তাদেরকে বেহেশতে নিয়ে যাবেন। এক হাজার বছরের শান্তির রাজত্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর দিন শেষ হবে এবং নতুন বেহেশত ও নতুন পৃথিবীর সূচনা ঘটবে।

৫:৩ শান্তি ও নিরাপত্তা। অনেকেই শান্তিতে ও নিরাপদে আছে বলে নিজেদেরকে নিয়ে গর্ব ও অহঙ্কার করবে এবং প্রভুর দিনের জন্য নিজেদেরকে পবিত্রতা ও ধার্মিকতায় প্রস্তুত করবে না। কিন্তু এ ধরনের অহঙ্কারের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ্‌ তাদের জীবন থেকে শান্তি কেড়ে নেবেন। একবারে হঠাৎ করেই তাদের নিরুদ্বিগ্ন শান্ত জীবনে অশান্তি এসে উপস্থিত হবে।

৫:৪ তোমরা অন্ধকারে নও। ঈমানদাররা আল্লাহ্‌র প্রতি অবাধ্যতা ও গুনাহ্‌র মধ্যে থাকেন না, কারণ তারা দিনের ও আলোর সন্তান। এ কারণে আল্লাহ্‌র ক্রোধস্বরূপ অন্ধকার রাতটি তারা সহজেই এড়িয়ে যেতে পারবেন।

৫:৬ জেগে থাকি। ঈসায়ীদেরকে সব সময় রূহানিকভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে, যেন তারা প্রভুর দিনের এই মহাক্রোধ ও সঙ্কট এড়াতে পারেন ও ঈমানে প্রভুতে স্থির থাকতে পারেন।

মিতাচারী হই। গ্রীক সংস্কৃতিতে ‘মিতাচারী’ (গ্রীক *নেপ্‌হো*) শব্দটি দিয়ে এমন কাউকে বোঝানো হয়, যে ব্যক্তি মদ্যপান করা থেকে বিরত থাকে। বস্তুত পৌল বলছেন, ঈমানদারদেরকে রূহানিকভাবে জাগ্রত থাকার পাশাপাশি অবশ্যই সকল প্রকার পার্থিব আসক্তি থেকে দূরে থাকতে হবে এবং কঠোর সংযমী জীবন যাপন করতে হবে।

৫:১০ তাঁর সঙ্গেই জীবিত থাকি। প্রভুর দিনের ক্রোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং নাজাতের প্রত্যাশা পূর্ণ করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সব সময় মসীহের সাথে থাকতে হবে,

তাঁদেরকে সম্মান কর, [১৩] আর মহব্বতের সঙ্গে
তাঁদের কাজের জন্য তাঁদেরকে সম্মান কর।
তোমরা নিজেদের মধ্যে শান্তিতে থাক। [১৪] হে
ভাইয়েরা, আমরা তোমাদেরকে বিনয় করছি,
যারা অলস তাদের সাবধান কর, যাদের সাহস
নেই তাদেরকে উৎসাহ দাও, দুর্বলদের সাহায্য
কর, সকলের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু হও। [১৫] দেখো,
যেন তোমরা অপকারের প্রতিদানে কেউ কারো
অপকার না কর, কিন্তু পরস্পরের এবং সকলের
প্রতি সব সময় সদাচরণের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা
কর। [১৬] সতত আনন্দ কর; [১৭] অবিরত মুনাজাত
কর; [১৮] সমস্ত বিষয়ে শুকরিয়া জানাও; কারণ
মসীহ্ ঈসাতে এ-ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র
ইচ্ছা। [১৯] রূহ্‌কে নিভিয়ে ফেলবে না। [২০] নবীদের
বাণী তুচ্ছ করো না। [২১] কিন্তু সমস্ত বিষয় পরীক্ষা
করে দেখ; যা ভাল, তা ধরে রাখ। [২২] সব রকম
মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাক।
[২৩] আর শান্তির আল্লাহ্ নিজে তোমাদেরকে
সর্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের
সম্পূর্ণ রূহ্, প্রাণ ও দেহ আমাদের ঈসা মসীহের
আগমন কালে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হোক।
[২৪] যিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন তিনি বিশ্বস্ত,
তিনিই তা করবেন।
[২৫] ভাইয়েরা, আমাদের জন্য মুনাজাত কর।
[২৬] সকল ভাইকে পবিত্র চুম্বনে সালাম জানাও।
[২৭] আমি তোমাদেরকে প্রভুর দোহাই দিয়ে
বলছি, সমস্ত ভাইয়ের কাছে যেন এই পত্র পাঠ
করা হয়।
[২৮] আমাদের ঈসা মসীহের রহমত তোমাদের
সহবর্তী হোক।

[৫:১৩] মার্ক ৯:৫০। [৫:১৪] রোমীয় ১৪:১; ১করি ৮:৭-১২। [৫:১৫] ১পিতর ৩:৯। [৫:১৬] ফিলি ৪:৪। [৫:১৭] লূক ১৮:১। [৫:১৮] ইফি ৫:২০। [৫:১৯] ইফি ৪:৩০। [৫:২০] ১করি ১৪:১-৪০। [৫:২১] ১ইউ ৪:১। [৫:২৩] ইব ৪:১২; রোমীয় ১৫:৩৩। [৫:২৪] ফিলি ১:৬। [৫:২৫] ইব ১৩:১৮। [৫:২৬] রোমীয় ১৬:১৬। [৫:২৭] ১তীম ৪:১৩। [৫:২৮] রোমীয় ১৬:২০।

অর্থাৎ তাঁর নির্দেশিত পথে চলতে হবে।

৫:১১ এক জন অন্যকে গেঁথে তোল। গেঁথে তোলা বলতে দেয়াল বা দালান নির্মাণের কথা বোঝালেও, কিন্তু পৌল এটিকে বার বার শুদ্ধিকরণ অর্থে ঈসায়ীদের বেলায় ব্যবহার করেছেন।

৫:১৫ অপকারের প্রতিদানে ... অপকার না কর। প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোভাব কখনোই ঈসায়ীদের মধ্যে কাম্য হতে পারে না।

৫:১৬ সতত আনন্দ কর। ঈসায়ীদের আনন্দ স্বাভাবিক মানবীয় মানবীয় আনন্দ নয়, বরং মসীহ্‌তে স্বাধীন হওয়ার প্রতীকস্বরূপ উল্লাস।

৫:১৭ অবিরত মুনাজাত কর। ঈসায়ীদেরকে সব সময় পিতা আল্লাহ্‌র প্রতি নিজেদেরকে সমর্পিত রাখতে হবে এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দোয়া কামনা করে একাগ্রচিত্তে মুনাজাত করে যেতে হবে।

৫:১৯ রূহ্‌কে নিভিয়ে ফেলবে না। বিশেষভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে পাক-রূহের অলৌকিক আবির্ভাবকে অবহেলা করাকে বোঝানো হচ্ছে। পাক-রূহ্ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে যা অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে চান, তা আমাদের কখনো দাবিয়ে রাখা বা গোপন করে রাখা উচিত নয়, বরং অবশ্যই আমাদেরকে তাঁর এই পবিত্র অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা অনুসারে চলা উচিত।

৫:২১ সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করে দেখ। নবীদের বাণী তুচ্ছ না করার অর্থ এই নয় যে, যে কেউ প্রভুর নামে যে কোন কথা বলে তা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে দাবী করলেই তা প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করতে হবে। মণ্ডলীতে দেওয়া প্রত্যেকটি শিক্ষা, পাক-কিতাবের ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, আল্লাহ্‌র কালাম ও সুসমাচারের সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ কি না।

৫:২৩ সর্বতোভাবে পবিত্র করুন। আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে আমাদেরকে রূহ্, দেহ ও বিবেক, অর্থাৎ আমাদের সম্পূর্ণ সত্তাকে পবিত্র হতে হবে।

চর্তুদশ খণ্ড: ২ থিষলনীকীয়

ভূমিকা

পত্রখানির লেখক, লেখার তারিখ ও স্থান:
এই পত্রের লেখকত্ব নিয়ে শুরুতে কিছুটা বিতর্ক থাকলেও এ ব্যাপারে খুব শীঘ্র বিতর্কের অবসান ঘটে এবং পৌলই যে এই পত্রের লেখক তা সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃত হয়। সম্ভবত প্রথম পত্রটি লেখার ছয় মাস পরেই, অর্থাৎ ৫১ বা ৫২ খ্রীষ্টাব্দে সীল ও তীমথি প্রথম পত্রটি বিতরণ করে করিন্থে ফিরে আসার পর পৌল সেখানে বসে এই পত্রটি লিখেছেন।

উদ্দেশ্য:
এই পত্রটি লেখার সময়ও থিষলনীকীয় মণ্ডলীর পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন ঘটে নি। এ কারণে প্রথম পত্রটির মত একই উদ্দেশ্য নিয়ে পৌল এই দ্বিতীয় পত্রটি লেখেন। সেসময়ে মসীহের ফিরে আসার বিষয়ে থিষলনীকীয় মণ্ডলীতে নানান প্রশ্নের কারণে অনেক বিভ্রান্তিকর অবস্থা চলছিল। ১ থিষলনীকীয় পত্রটিতে মসীহ্ যখন ফিরে আসবেন তখন তার আগে যারা মারা গিয়েছিল তারা তাঁর গৌরবের ভাগী হতে পারবে না বলে যে সকল ঈমানদাররা চিন্তা-ভাবনা করছিল, তাদের শিক্ষার জন্য পৌল বিশেষভাবে কথা বলেছেন (১ থিষলনীকীয় ৪:১৩-৫:১১)। ২ থিষলনীকীয় চিঠিতে পৌল সেই সব ঈমানদারদের শিক্ষার জন্য কথা বলেছেন, যারা বিশ্বাস করত যে, ঈসা মসীহের ফিরে আসার দিন উপস্থিত হয়েছে। পৌল এই ধারণা শুধ্‌রে বলছেন যে, মসীহ্ আসার আগে "ভ্রান্তির এক শক্তি" বলে আখ্যাত এক অদ্ভুত ব্যক্তির পরিচালনায় এ দুনিয়া মন্দতা ও দুষ্টতায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আর ঐ ব্যক্তি মসীহের বিরোধিতা করবে (২:১১)।
পৌল তাঁর পাঠকদের ঐ সব অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ঈমানে স্থির থাকার জন্য আহ্বান জানান (১:৪,৬-৭); তাঁর নিজের মত ও তাঁর সহকর্মীদের মত কাজ করার বিষয়ে মন দিতে পরামর্শ দেন (৩:৬-১২) এবং তাদের সৎ কাজে ক্লান্ত না হতে অনুরোধ করেন (৩:৩-১৫)। তিনি তাঁর পাঠকদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, যারা সুসমাচারকে অগ্রাহ্য করবে ঈসা মসীহ্ যখন ফিরে আসবেন তখন আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন এবং যারা তাতে বিশ্বাস করবে ও ঈমানে স্থির থাকবে তাদের রক্ষা করবেন (১:৫-১০; ২:১৩-৩:৫)। সেজন্য অত্যাচারিত ঈমানদারদের উৎসাহিত করতে, থিষলনীকীয়দের স্থিরতা আনার জন্য ও কাজ করার জন্য অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা দিতে এবং প্রভুর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির সংশোধন করতেই পৌল এই পত্রটি লেখেন।

প্রধান আয়াত: "আর প্রভু তোমাদের হৃদয়কে আল্লাহ্‌র মহব্বতের পথে ও মসীহের ধৈর্যের পথে চালিয়ে নিয়ে যান।" (৩:৫)।

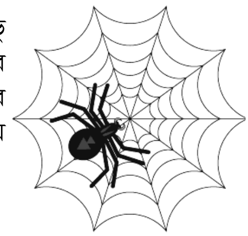

প্রধান প্রধান লোক: পৌল, সীল ও তিমথি

প্রধান স্থানসমূহ: থিষলনীকী

রূপরেখা:
(ক). ভূমিকা (অধ্যায় ১)
১. শুভেচ্ছা (১:১-২)
২. আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া দান (১:৩-৪)
৩. ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন (১:৫-১০)
৪. রূহানিক বৃদ্ধির জন্য মুনাজাত (১:১১-১২)
(খ). নির্দেশনা (অধ্যায় ২)
১. আল-দজ্জালের প্রকাশ (২:১-১২)
২. প্রভুতে স্থির থাকতে নিবেদন (২:১৩-১৫)
৩. তাদের কাজ ও সাক্ষ্যের জন্য মুনাজাত (২:১৬-১৭)
(গ). আদেশ (অধ্যায় ৩)
১. মুনাজাতের জন্য অনুরোধ (৩:১-৩)
২. অলসতার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী (৩:৪-১৫)
৩. শেষ কথা ও দোয়া (৩:১৬-১৮)

শুভেচ্ছা

১ ১ পৌল, সীল ও তীমথি– আমাদের পিতা
আল্লাহ্‌ ও প্রভু ঈসা মসীহে স্থিত
থিষলনীকীয়দের মণ্ডলী সমীপে। ২ পিতা আল্লাহ্‌
ও প্রভু মসীহ্‌ ঈসার কাছ থেকে রহমত ও শান্তি
তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক।

আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া দান

৩ হে ভাইয়েরা, আমরা তোমাদের জন্য সব
সময় আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া দিতে বাধ্য; আর তা
করা উপযুক্তও বটে, কেননা তোমাদের ঈমান
অতিশয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরস্পরের প্রতি
তোমাদের প্রত্যেক জনের মহব্বত উপ্‌চে
পড়ছে। ৪ এজন্য আল্লাহ্‌র মণ্ডলীগুলোর মধ্যে
আমরা নিজেরা তোমাদের নিয়ে গর্ব করছি,
কেননা তোমরা যেসব নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য
করছো তার মধ্যেও তোমাদের ধৈর্য ও ঈমান স্থির
আছে।

ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন

৫ আর এটি আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারের স্পষ্ট
প্রমাণ, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র সেই রাজ্যের
যোগ্য বলে গণ্য হবে, যার জন্য দুঃখভোগও
করছো। ৬ বাস্তবিক আল্লাহ্‌র কাছে এটাই ন্যায্য
যে, যারা তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেয় তিনি
তাদেরকে প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ-কষ্ট দেবেন।
৭ এখন তোমরা যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছো,
তোমাদেরকেও আমাদের সঙ্গে বিশ্রাম দেবেন।
এটা তখনই হবে যখন প্রভু ঈসা বেহেশত থেকে
নিজের পরাক্রমের ফেরেশতাদের সঙ্গে জ্বলন্ত
আগুনের মধ্যে প্রকাশিত হবেন, ৮ এবং যারা
আল্লাহ্‌কে জানে না ও যারা আমাদের প্রভু ঈসার
ইঞ্জিলের বাধ্য হয় না, তাদেরকে সমুচিত দণ্ড
দেবেন। ৯ তারা প্রভুর সম্মুখ থেকে ও তাঁর
শক্তির মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়ে অনন্তকালস্থায়ী
বিনাশরূপ দণ্ড ভোগ করবে, ১০ তা সেদিন ঘটবে

[১:১] প্রেরিত ১৫:২২। [১:২] রোমীয় ১:৭। [১:৩] ইফি ৫:২০। [১:৪] ১থিষ ১:৩; ১:৬; ২:১৪; ৩:৩ । [১:৫] ফিলি ১:২৮। [১:৬] কল ৩:২৫; প্রকা ৬:১০। [১:৭] লূক ১৭:৩০; ইব ১০:২৭; ১২:২৯। [১:৮] জবুর ৭৯:৬; ইশা ৬৬:১৫। [১:৯] ফিলি ৩:১৯; ইশা ২:১০,১৯। [১:১০] ১করি ৩:১৩; ১:৬; ইউ ১৭:১০। [১:১১] রোমীয় ১:১০; ৮:২৮; ১৫:১৪। [১:১২] ইশা ২৪:১৫; ফিলি ২:৯-১১। [২:১] ১থিষ ২:১৯; ৪:১৫-১৭; মার্ক ১৩:২৭;। [২:২] ২থিষ ৩;১৭; ১করি ১:৮; ২তীম ২:১৮।

[২:৩] মথি ২৪:১০-১২; দানি ৭:২৫; ৮:২৫; ১১:৩৬; প্রকা ১৩:৫,৬। [২:৪] ১করি ৮:৫; ইশা ১৪:১৩,১৪; ইহি ২৮:২। [২:৫] ১থিষ ৩:৪ ।

যেদিন তিনি আপন পবিত্র লোকদের মাঝে
মহিমান্বিত হবার এবং যারা ঈমান এনেছে
তাদের সকলের মাঝে বিস্ময়ের পাত্র হবার জন্য
আগমন করবেন; কেননা তোমাদের কাছে
আমাদের সাক্ষ্যদান বিশ্বাসে গৃহীত হয়েছে।
১১ এজন্য আমরা তোমাদের জন্য সব সময় এই
মুনাজাতও করছি, যেন আমাদের আল্লাহ্‌
তোমাদেরকে তাঁর আহ্বানের যোগ্য বলে গণ্য
করেন, আর তোমাদের মঙ্গলকর সমস্ত বাসনা ও
ঈমানের কাজ তাঁর পরাক্রম গুণে সম্পূর্ণ করে
দেন; ১২ যেন আমাদের আল্লাহ্‌র ও ঈসা
মসীহের রহমত অনুসারে আমাদের প্রভু ঈসার
নাম তোমাদের মধ্যে মহিমান্বিত হয় এবং তাঁরই
মধ্যে তোমরাও মহিমান্বিত হও।

আল-দজ্জালের প্রকাশ

২ ১ হে ভাইয়েরা, আমাদের ঈসা মসীহের
আগমন ও তাঁর কাছে আমাদের সংগৃহীত
হবার বিষয়ে তোমাদেরকে এই ফরিয়াদ করছি;
২ প্রভুর দিন উপস্থিত হয়েছে ভেবে তোমরা
কোন রূহ্‌ দ্বারা বা কোন কথা দ্বারা অথবা আমরা
লিখেছি মনে করে কোন পত্র দ্বারা, মনের স্থিরতা
থেকে বিচলিত হয়ো না বা ভয় পেয়ো না।
৩ তোমাদেরকে যেন কেউ কোন মতে ভুল পথে
নিয়ে না যায়; কেননা প্রথমে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে
মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হবে এবং সেই গুনাহ্‌-
পুরুষ, সেই বিনাশ-সন্তান প্রকাশিত হবে। ৪ সে
বিরোধিতা করবে ও ‘আল্লাহ্‌’ নামে আখ্যাত বা
যা কিছুর এবাদত করা হয় সেই সকলের থেকে
নিজেকে বড় করে দেখাবে, এমন কি, আল্লাহ্‌র
এবাদত-খানায় বসে নিজেকে আল্লাহ্‌ বলে
ঘোষণা করবে। ৫ তোমাদের কি মনে পড়ে না
যে, আমি আগে যখন তোমাদের কাছে ছিলাম
তখন তোমাদেরকে এসব বলেছিলাম? ৬ আর সে
যেন উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ পায়, এজন্য কিসে

১:৫ আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার। তাড়না ও দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েও থিষলনীকীয়রা তাদের ঈমানে স্থির ছিল। নীরবে ও ধৈর্য সহকারে সহনশীল থাকাটা ছিল তাদের শত্রুদের প্রতি আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচারের সুস্পষ্ট চিহ্ন। ঈমানদাররা এভাবে মসীহের জন্য নিপীড়ন ও যন্ত্রণা ভোগ করলে আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে নিশ্চিতভাবে তাঁর রাজ্যের যোগ্য বলে গণ্য করেন।

১:৬ আল্লাহ্‌র কাছে এটাই ন্যায্য। অনুতাপ করে না এমন গুনাহ্‌গারদের উপর আল্লাহ্‌র তাঁর ন্যায় বিচার হিসেবে শাস্তি নিয়ে আসেন, যা বর্তমান সময়ে হতে পারে কিংবা শেষ বিচার দিনেও হতে পারে।

১:৭ বিশ্রাম দেবেন। আল্লাহ্‌ মন্দদের কর্মফল হিসেবে যেমন তাদেরকে শাস্তি দেবেন, ঠিক সেভাবে তিনি ধার্মিকদেরকে বর্তমান এই দুঃখ-কষ্টের দিন থেকে মুক্ত করে এক নির্বিঘ্ন শান্তি ও বিশ্রাম দান করবেন।

১:১০ আপন পবিত্র ... আগমন করবেন। এই উক্তি সেই সময়কার কথা বলছে, যখন প্রভু ঈসা মসীহ্‌ মহা গৌরব ও মহিমা সহকারে আগমন করবেন এবং এই পৃথিবীর রাজ্যগুলোকে ধ্বংস করে তাঁর হাজার বছরের রাজত্ব শুরু করবেন।

২:২ প্রভুর দিন ... ভয় পেয়ো না। প্রভুর দিন সম্পর্কে থিষলনীকীয় মণ্ডলীতে ভ্রান্ত শিক্ষকেরা যে শিক্ষা দিচ্ছিল, তার ফলে সাধারণ ঈমানদাররা বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পৌল তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন যেন তারা ভয় না পায়, কারণ প্রভুর দিন বা আল্লাহ্‌র গজব এখনও দুনিয়ার উপরে নেমে আসে নি।

২:৩ গুনাহ্‌-পুরুষ ... বিনাশ-সন্তান। শেষ কালে মন্দতার শক্তির উৎস, বাহিনীর নেতা। সম্ভবত এ হচ্ছে প্রকাশিত কালামের ১৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত দজ্জাল, যে মসীহের চিরশত্রু।

২:৪ নিজেকে বড় করে দেখাবে। দজ্জাল মসীহের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান দৃঢ় করতে নানা চাতুরির আশ্রয় নেবে। সে রাজনৈতিক বা সামরিক শক্তি আয়ত্ব করার পাশাপাশি সকল দেবতার উপরের স্থান দাবী করবে এবং নিজেকে সকল প্রকার এবাদতের জন্য একমাত্র যোগ্য অর্থাৎ আল্লাহ্‌ বলে দাবী করবে।

তাকে বাধা দিয়ে রাখছে তা তো তোমরা জান।
৭ কারণ অধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব এখনই কাজ করছে,
কিন্তু কেবল এক জন, যে পর্যন্ত না তিনি দূরীভূত
হন, তিনি তাকে বাধা দিয়ে রাখছেন। ৮ আর
তখন সেই অধার্মিকতার পুরুষ প্রকাশ পাবে,
যাকে প্রভু ঈসা তাঁর মুখের নিঃশ্বাস দ্বারা সংহার
করবেন ও তাঁর আগমনের প্রকাশ দ্বারা তাকে
শেষ করে দেবেন। ৯ সেই অধার্মিক ব্যক্তির
আগমন শয়তানের কাজ অনুসারে মিথ্যার সমস্ত
পরাক্রম ও নানা চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ
সহকারে হবে, ১০ এবং যারা বিনাশ পাচ্ছে,
তাদের সম্বন্ধে অধার্মিকতার সমস্ত প্রতারণা
সহকারে হবে; কারণ তারা নাজাত পাবার জন্য
সত্যকে মহব্বত করে নি। ১১ আর সেজন্য
আল্লাহ্ তাদের কাছে ভ্রান্তির এক শক্তি পাঠাবেন
যাতে তারা সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করে; ১২ যেন
যারা সত্যে বিশ্বাস করতো না, কিন্তু অধার্মিকতায়
প্রসন্ন হত তাদের বিচার হয়।

প্রভুতে স্থির থাকতে নিবেদন

১৩ কিন্তু ভাইয়েরা, প্রভুর প্রিয়তমেরা, আমরা
তোমাদের জন্য সব সময় আল্লাহ্কে শুকরিয়া
দিতে বাধ্য; কেননা আল্লাহ্ প্রথম ফসল হিসেবে
তোমাদেরকে রূহের দ্বারা পবিত্র করে ও সত্যে
ঈমান আনার মধ্য দিয়ে নাজাতের জন্য মনোনীত
করেছেন। ১৪ এই অভিপ্রায়ে আমাদের ঘোষিত
সুসমাচার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে আহ্বানও
করেছেন যেন তোমরা আমাদের ঈসা মসীহের
মহিমা লাভ করতে পার। ১৫ অতএব ভাইয়েরা,
স্থির থাক এবং আমাদের কথা দ্বারা অথবা পত্র
দ্বারা যেসব শিক্ষা পেয়েছ তা ধরে রাখ।
১৬ আর আমাদের প্রভু ঈসা মসীহ্ নিজে ও
আমাদের পিতা আল্লাহ্ যিনি আমাদেরকে
মহব্বত করেছেন এবং রহমত দ্বারা অনন্তকাল
স্থায়ী সান্ত্বনা ও উত্তম প্রত্যাশা দিয়েছেন, ১৭ তিনি
তোমাদের হৃদয়কে সান্ত্বনা দিন এবং সমস্ত উত্তম

[২:৮] ইশা ১১:৪; প্রকা ২:১৬; ১৯:১৫; লূক ১৭:৩০।
[২:৯] মথি ৪:১০; ২৪:২৪; প্রকা ১৩:১৩; ইউ ৮:৪৮।
[২:১০] মেসাল ৪:৬।
[২:১১] রোমীয় ১:২৮; ১:২৫।
[২:১২] রোমীয় ১:৩২; ২:৮।
[২:১৩] ইফি ১:৪; ১থিষ ৫:৯; ১পিতর ১:২।
[২:১৪] ১থিষ ১:৫।
[২:১৫] ১করি ১৬:১৩; ১১:২।
[২:১৬] ইউ ৩:১৬; ফিলি ৪:২০।
[২:১৭] ১থিষ ৩:২; ২থিষ ৩:৩।
[৩:১] ১থিষ ৪:১; ৫:২৫; ১:৮; ২:১৩।
[৩:২] রোমীয় ১৫:৩১।
[৩:৩] ১করি ১:৯; মথি ৫:৩৭।
[৩:৪] ২করি ২:৩।
[৩:৫] ১খান্দান ২৯:১৮।
[৩:৬] ১করি ৫:৪; রোমীয় ১৬:১৭; ১করি ১১:২।
[৩:৭] ১করি ৪:১৬।
[৩:৮] প্রেরিত ১৮:৩; ইফি ৪:২৮।
[৩:৯] ১করি ৯:৪-১৪; ১করি ৪:১৬।
[৩:১০] ১থিষ ৩:৪;

কাজে ও কালামে স্থির রাখুন।

মুনাজাতের জন্য অনুরোধ

৩ ১ পরিশেষে হে ভাইয়েরা, আমাদের জন্য
মুনাজাত কর, যেন তোমাদের মধ্যে যেমন
হচ্ছে, তেমনি প্রভুর কালাম দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে
পড়ে ও মহিমান্বিত হয়, ২ আর আমরা যেন দুষ্ট
ও মন্দ লোকদের হাত থেকে উদ্ধার পাই;
কেননা সকল লোকেরই যে ঈমান আছে তা
নয়। ৩ কিন্তু প্রভু বিশ্বস্ত; তিনিই তোমাদেরকে
স্থির রাখবেন ও সেই শয়তানের হাত থেকে রক্ষা
করবেন। ৪ আর তোমাদের সম্বন্ধে প্রভুতে
আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, আমরা যা
যা হুকুম করি সেসব তোমরা পালন করছো ও
করবে। ৫ আর প্রভু তোমাদের হৃদয়কে আল্লাহ্র
মহব্বতের পথে ও মসীহের ধৈর্যের পথে চালিয়ে
নিয়ে যান।

অলসতার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী

৬ এখন হে ভাইয়েরা, আমরা আমাদের ঈসা
মসীহের নামে তোমাদেরকে এই হুকুম দিচ্ছি, যে
কোন ভাই অলসভাবে চলে এবং তোমরা
আমাদের কাছ থেকে যে পরম্পরাগত শিক্ষা
পেয়েছ সেই অনুসারে চলে না তার সঙ্গ ত্যাগ
কর; ৭ কারণ কিভাবে আমাদের অনুকরণ করতে
হয় তা তোমরা নিজেরাই জান; কেননা
তোমাদের মধ্যে থাকবার সময়ে আমরা
অলসভাবে জীবন কাটাই নি; ৮ আর বিনামূল্যে
কারো খাদ্য ভোজন করতাম না, বরং তোমাদের
কারো ভারস্বরূপ যেন না হই সেজন্য পরিশ্রম ও
কষ্ট সহকারে রাত দিন কাজ করতাম।
৯ আমাদের যে সেই অধিকার ছিল না তা নয়;
কিন্তু তোমাদের কাছে নিজেদেরকে আদর্শ
হিসেবে দেখাতে চেয়েছি যেন তোমরা আমাদের
অনুকরণ করতে পার। ১০ কারণ আমরা যখন
তোমাদের কাছে ছিলাম তখন তোমাদেরকে এই
হুকুম দিয়েছিলাম যে, যদি কেউ কাজ করতে না

২:৬ কিসে তাকে বাধা দিয়ে রাখছে। কোন কিছু বা কোন ব্যক্তি এই গুনাহ্-পুরুষকে বাধা দিয়ে রাখছে। এই বাধাদানকারীর পরিচয় সম্পর্কে বহু ধরনের মতামত রয়েছে; যেমন:- রোমীয় সাম্রাজ্য, পৌলের তবলিগ কাজ, ইহুদী রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় আইন ও সরকারের নীতি, পাক-রূহ্ বা মণ্ডলীর মাধ্যমে পাক-রূহের পরিচর্যা কাজ, ইত্যাদি। এই বাধা সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর দিন শুরু হবে।

২:৭ অধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব। সেই সমস্ত মন্দশক্তি, যা ইতিহাসের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত পর্দার আড়ালে থেকে মন্দ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেই গুনাহ্-পুরুষ ও বিনাশ-সন্তান তথা দজ্জালে আত্মপ্রকাশের জন্য পৃথিবীতে স্থান প্রস্তুত করে চলেছে।

২:৮ মুখের নিঃশ্বাস দ্বারা সংহার করবেন। অর্থাৎ তাঁর কালাম দ্বারা।

২:১০ সত্যকে মহব্বত করে নি। আল্লাহ্র সঙ্গে মানুষের সহভাগিতার ভিত্তি হচ্ছে তাঁর সত্য কালামের প্রতি আমাদের মহব্বত ও শ্রদ্ধা। শেষ কালে আল্লাহ্র কালামের প্রতি মানুষ কীভাবে সাড়া দেবে তার উপরেই নির্ভর করবে তাদের পরিণতি।

২:১৫ আমাদের কথা অথবা পত্র দ্বারা। ইঞ্জিল শরীফ পূর্ণাঙ্গভাবে লিখিত ও সুবিন্যস্ত করার আগ পর্যন্ত আবশ্যকীয় সমস্ত ঈসায়ী শিক্ষা প্রেরিতদের বিভিন্ন বক্তব্য, পত্র এবং উপদেশের উপর ভিত্তি করে ধার্য করা হত।

৩:৩ প্রভু বিশ্বস্ত। ঈমানদাররা যখন ঐকান্তিকভাবে মুনাজাত করেন, তখন তারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আল্লাহ্ তাদেরকে সকল প্রকার মন্দতা ও শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

৩:৬ সঙ্গ ত্যাগ কর। সামাজিক সম্পর্ক বা যোগাযোগ থেকে সরে যাওয়া নয়, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সহভাগিতা না রাখার কথা বোঝানো হয়েছে। যারা এ ধরনের বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করতো, তারা অলস ও ভবঘুরে প্রকৃতির ছিল। এরা মণ্ডলীর উদারতার সুযোগ নিতে চাইতো এবং মণ্ডলীর স্বল্প আয়ের

BACIB International Bible CHURCH

চায় তবে সে আহারও না করুক। ১১ বাস্তবিক
আমরা শুনতে পাচ্ছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ
অলসভাবে চলছে, কোন কাজকর্ম না করে
অন্যের ব্যাপারে অনধিকারচর্চা করে থাকে।
১২ এই রকম লোকদেরকে আমরা ঈসা মসীহের
নামে হুকুম ও উপদেশ দিচ্ছি, তারা শান্তভাবে
কাজ করে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই যোগাড়
করুক। ১৩ হে ভাইয়েরা, তোমরা সৎকর্ম করতে
নিরুৎসাহিত হয়ো না। ১৪ আর যদি কেউ এই
পত্র দ্বারা কথিত আমাদের কথা না মানে তবে
তাকে চিহ্নিত করে রাখ, তার সঙ্গে মেলামেশা
করো না যেন সে লজ্জিত হয়। ১৫ কিন্তু তাকে
শত্রু বলেও মনে করো না, কিন্তু ভাই হিসেবে
চেতনা দাও।

৪:১১ ।
[৩:১১] ১তীম ৫:১৩।
[৩:১২] ১থিষ ৪:১;৪:১১; ইফি ৪:২৮।
[৩:১৩] গালা ৬:৯।
[৩:১৪] রোমীয় ১৬:১৭;১করি ৪:১৪ ।
[৩:১৫] গালা ৬:১;১থিষ ৫:১৪;ফিলী ১৬ ।
[৩:১৬] রোমীয় ১৫:৩৩; রূত ২:৪ ।
[৩:১৭] ১করি ১৬:২১।
[৩:১৮] রোমীয় ১৬:২০।

শেষ কথা ও দোয়া

১৬ শান্তির প্রভু স্বয়ং সব সময় সমস্ত রকম ভাবে
তোমাদেরকে শান্তি দান করুন। প্রভু তোমাদের
সকলের সহবর্তী হোন।
১৭ এই শুভেচ্ছা আমি পৌল নিজের হাতে
লিখলাম। প্রত্যেক পত্রে এটাই আমার চিহ্ন;
আমি এইভাবেই লিখে থাকি। ১৮ আমাদের ঈসা
মসীহের রহমত তোমাদের সকলের সহবর্তী
হোক।

ঈমানদার ভাইদের উপরে ভারস্বরূপ হয়ে থাকতে চাইতো।

৩:১২ শান্তভাবে কাজ করে। ঈমানদারদের কর্তব্য হচ্ছে পরিশ্রমী হওয়া, নিয়মানুবর্তিতার সাথে কাজ করা এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রতি যত্নশীল হওয়া। অলসকে সাহায্য করার জন্য পাক-কিতাব আমাদেরকে পরামর্শ দেয় না।

৩:১৫ ভাই হিসাবে চেতনা দাও। মণ্ডলীতে শাসন অবশ্যই ভ্রাতৃ সুলভ হতে হবে, কখনো তাতে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা দেখানো যাবে না।